"মিষ্টি বাচ্চারা - বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে নিজের দৈনন্দিন চার্ট দেখো, কোনও কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দেয়নি তো ! সারাদিনে কোনও ভুল হলে নিজেকে নিজেই শাস্তি দাও"

*প্রশ্নঃ - বাবার সাথে সত্যিকারের ব্যবসা করার বা উঁচু পদ প্রাপ্ত করার আধার কি?

*উত্তরঃ - বাবার সাথে সত্যিকারের ব্যবসা করতে হলে বাবার প্রতিটি শ্রীমতে চলতে হবে। বাবা বলেন, বাচ্চারা - যদি উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে হয় তাহলে অন্তরে যা কিছু খারাপ সংস্কার আছে, সেগুলিকে বের করে দাও। কুদৃষ্টি, ক্রোধ ইত্যাদি থেকে অনেক ক্ষতি হয়, এইজন্য কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গুপ্ত গতি, যেটা বাবা বুঝিয়েছেন, সেটা বুদ্ধিতে রাখো।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, আত্ম অভিমানী হয়ে বসে আছো ? প্রত্যেক কথাতেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। বাবা যুক্তি বলে দিচ্ছেন যে নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করো আমি আত্ম-অভিমানী হয়ে বসে আছি ? বাবাকে স্মরণ করছি ? তোমরা হলে সেনা। ওখানকার সেনাতে কেবল যুবকরাই থাকে, তোমাদের এই সেনাতে বৃদ্ধ যুবক বাচ্চা ইত্যাদি সবাই আছে। ৮০ থেকে ৯০ বছরের বৃদ্ধও আছে। তোমরা হলে সেনা - মায়ার বিরুদ্ধে জয় প্রাপ্ত করার জন্য। প্রত্যেককে মায়ার বিরুদ্ধে জয় প্রাপ্ত করে বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিতে হবে। মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী, অত্যন্ত প্রবল। অনেক তুফান নিয়ে আসে। প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দেয়। সব থেকে বেশী ধোঁকা দেয় কোন্ কর্মেন্দ্রিয় ? চোখ সবথেকে বেশী ধোঁকা দেয়। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয় - স্ত্রী-পুরুষ যাই হও, তথাপি বুদ্ধির দ্বারা মনে করবে যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। না হলে তো চোখ অনেক ধোঁকা দিয়ে দেবে। এটাও চার্টের মধ্যে লিখতে হবে - সারাদিনে আমাকে কোন্ কোন্ কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দিয়েছে ? চোখ প্রথম নম্বরের ধোঁকা দেয়। অনেক ক্ষতি করে দেয়। সুরদাসের উদাহরণ তো জানো, "আমার চোখ ধোঁকা দিয়েছে তো চোখটাকেই নষ্ট করে দিয়েছি।" যদিও বাচ্চারা সেবা খুব ভালো করছে - কিন্তু মায়াও কম নয়। চোখ অনেক ধোঁকা দেয় আর একদম পদভ্রষ্ট করে দেয়। যে বাচ্চারা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হবে সে সারাদিন নোট করতে থাকবে যে আমি কোনও ভুল তো করিনি! ভক্তি মার্গেও নিজেকে চাটি মারতে থাকে, যাতে স্মরণ থাকে এই কাজ আর কখনো করবে না। সেইরকমই এক্ষেত্রেও তোমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। চোখ যদি কখনো ধোঁকা দিয়ে দেয় তাহলে নিজেকে শাস্তি দাও। সেখান থেকে প্রস্থান করে যাও। দাঁড়িয়ে থেকে দেখবে না। বেশীরভাগ সন্ন্যাসীরা চোখ বন্ধ রেখে বসে থাকে, স্ত্রীলোককে দেখেও না। সেখানে পুরুষরা আগে বসে, নারীরা পিছনে বসে। এখানেও বাচ্চারা তোমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে। বিশ্বের রাজ্য প্রাপ্ত করা সহজ লভ্য নয়।

এখন বাচ্চারা তোমরা সঙ্গম যুগে আছো। বাবা বলেন, সঙ্গমের সাথে-সাথে পুরুষোত্তম শব্দটি অবশ্যই লেখো, যাতে কাউকে বোঝাতে খুব সহজ হয়। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতা তৈরি হচ্ছ। গায়ন আছে তাইনা - মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশি সময় লাগে না... কোন্ মানুষ ? কলিযুগের মানুষ। দেবতারা তো থাকেন সত্যযুগে। তাই কলিযুগের মানুষকে দেবতা, নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানানোর জন্যই বাবা আসেন। এটাও এখন তোমরা জানো। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে। অনেকেই আছে যারা কখনো স্বর্গকে দেখবেও না। বাবা বলেন তোমাদের এই ধর্ম অত্যন্ত সুখদায়ী। যদিও গাইতে থাকে - হেভেনলি গড ফাদার, কিন্তু তিনিই যে স্বর্গের স্থাপন করেছেন, এটা জানেনা। অন্যান্য ধর্মের আত্মারাও বলে হেভেনলি গডফাদার। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে স্বর্গে আমাদের কোনও পার্ট-ই নেই। খ্রীস্টান ধর্মের আত্মারা নিজেরাই বলে যে স্বর্গোদ্যান ছিল। এই দেবী-দেবতাদেরকে গড-গডেজও বলা হয়। কিন্তু এটা বুঝতে পারে না যে অবশ্যই গড় এসে এঁনাদেরকে গড়-গডেজ্ বানিয়েছেন। তোমাদেরকে বাবা এখন এই রকম তৈরি করছেন। তাই তোমাদেরকে পরিশ্রমও করতে হবে। প্রতিদিন নিজের সাথে নিজে কথা বলো, জিজ্ঞাসা করো আমাকে কোন্ কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দেয় ? মুখও কম নয়। ভালো কোনও জিনিস দেখলে মন চাইবে যে এটা খাই.... আগে বাচ্চারা তোমাদের জন্য বিচার সভা বসানো হতো। যে যা ভুল করেছে সে সেখানে সেটা বলতো। শিব বাবার যজ্ঞ থেকে কোনও জিনিস চুরি করা হল অত্যন্ত খারাপ কর্ম। কিন্তু মায়া অনেকেরই নাক ধরে নেয়। তাই বাবা বলেন, বাচ্চারা খারাপ সংস্কার যা কিছু আছে, সে'সব বের করে দাও। না হলে তো উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। যদিও স্বর্গে যাবে - কিন্তু কোথায় রাজা, কোথায় প্রজা.... প্রজাতেও গরীব-ধনী হয়ে থাকে। তাই কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে অনেক সাবধানে রাখতে

হবে। দৈনন্দিন চার্ট রাখতে হবে - এটাও এক প্রকারের ব্যবসা, তাই না! কোনও বিরল ব্যক্তিই এই ব্যবসা করতে পারে।

বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা, যদি আমার সাথে ব্যবসা করতে হয়, উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে হয়, তাহলে আমার নির্দেশ অনুসারে চলো। মায়া তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেবে অবশ্যই, যদি বাবার শ্রীমতে না চলো তাহলে অন্তিম সময়ে সব সাক্ষাৎকার হবে। তখন তোমরা অনেক অনুতাপ করবে। এখন তো সবাই বলে যে - আমি নর থেকে নারায়ণ হব। কিন্তু নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, বাবার নির্দেশগুলিকে জীবনে ধারণ করো তাহলে অনেক উন্নতি হবে। সারাদিনের দৈনন্দিন চার্ট বের করো। চোখ কোথাও ধোঁকা তো দেয়নি! গন্তব্য অনেক উচ্চ, এইজন্য আট রত্নই সম্মানের সাথে পাশ করবে। যদিও নয় রত্ন হয়, তাদের মধ্যে সর্ব প্রথম তো হলেন বাবা। বাকি থাকলো আট রত্ন, যখন কোনও গ্রহের দশা বসে তখন আট রত্নের আংটি পরে, তাই সম্মানের সাথে পাস করবে আটজনই। বাদবাকিদের কিছু না কিছু দাগ লেগে যায়, এক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এটা হল রাবণ রাজ্য, তাই না! সত্য যুগে এই সব কথাই হবে না কেননা সেখানে রাবণ রাজ্য নেই। উচ্চপদ দেওয়ার জন্য ভগবান তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বিচার করে দেখো। মানুষ গুরুও করে, তাই না! ইনি তো হলেন সদ্গুরু। তারা তো সর্বব্যাপী বলে বাবার থেকে সবাইকে বিমুখ করিয়ে দিয়েছে। তোমরা বোঝাতে পারো যে - বাবা বলেন, এক আমাকে স্মরণ করো। আমি হলাম পতিত-পাবন। তথাপি তোমরা বলে থাকো যে নুড়ি-পাথরেতে আছেন। এখন বাবা বলছেন, তোমরা সবাই আসুরিক মতে চলে আমার গ্লানি, অপকার করে এসেছ। এখন আমাকে সকলের উপকার করতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে কুদৃষ্টি, ক্রোধ ইত্যাদি কিছু যেন না থাকে। কারণ এর দ্বারা তোমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে থাকো। কুদৃষ্টি থাকলে তো তারও ভাইব্রেশন আসতে থাকে। অন্যদেরকেও আকর্ষণ করে। বাবা সময়ে সময়ে বাচ্চাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান যে, বাচ্চারা নিজেদেরকে দেখো যে কোনও কর্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে বিকর্ম তো করছো না! এটা হল বিক্রম সম্বৎ, পূর্বে ছিল বিকর্মাজিৎ সম্বৎ। পরে যখন তোমরা বিকর্ম করা শুরু করো তখন থেকে বিক্রম সম্বৎ শুরু হয়। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিও বোঝাচ্ছেন। কর্ম তো করতেই হয়। সত্যযুগে তোমাদের কর্ম অকর্ম হয়। এইসব কথা তোমরা এখন জানছো। অন্যরা তো একদমই ঘোর অন্ধকারে আছে। তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হচ্ছে। বাবা-ই এসে ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী তৈরি করেন। এই ড্রামার রহস্যকে একদমই কেউ জানে না। তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থুল বতন সবকিছুই জানো। অর্ধেক কল্প পর থেকে পুনরায় অন্যান্য ধর্মের আত্মারা আসতে থাকে, ক্রমশঃ তাদের বৃদ্ধি হতে থাকে। তাদেরকে গুরু বলা যাবে না। গুরু তো একজন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না অর্থাৎ সদ্গতি করেন এক বাবা-ই। এখন সকলের সদ্গতি হবে। তাদেরকে তো ধর্ম স্থাপক বলা যায়, গুরু নয় । সুতরাং তাদেরকে স্মরণ করলে কোনও সদ্গতি হবেনা। বিকর্ম বিনাশ হবেনা। তাকেও ভক্তি বলা যায়। জ্ঞানের লাইনে কেবল তোমরাই আছো। তোমরা হলে পাণ্ডব সেনা। তোমরা সবাই হলে পাণ্ডা, শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আমরা হলাম পথপ্রদর্শক। বাবাও হলেন মুক্তিদাতা এবং পথপ্রদর্শক। প্রত্যেককে মুক্তি দিতে আসেন। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। পুনরায় যদি কোনও বিকর্ম করেছো তো একশত গুণ শাস্তি পেতে হবে এইজন্য যতটা সম্ভব হয় বিকর্ম ক'রো না, যার কারণে নাম বদনাম হয়ে যায়। বিকর্ম করার ফলে পুনরায় বৃদ্ধি হয়ে যাবে, এই জন্য এখন অত্যন্ত সাবধানে থাকো। ভাই-বোনের দৃষ্টি অত্যন্ত পাকা চাই। আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান, শিবের পৌত্র। শিব বাবার কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি তথাপি মায়া অনেক ধোঁকা দিয়ে দেয়। বলা খুবই সহজ যে আমি লক্ষ্মী-নারায়ণ হব। কিন্তু নির্দেশগুলিও ধারণ করতে হবে। স্ত্রী-পুরুষ সারাদিন এই জ্ঞানের কথাই নিজেদের মধ্যে বলতে থাকবে। দু'জনেই বলবে আমি বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করব। শিক্ষকের কাছে সম্পূর্ণরূপে পড়বো। আরে এইরকম শিক্ষক পুনরায় কখনও প্রাপ্ত হবে কি ? এটা কেবল তোমরাই জানো, দেবতারাও বাবাকে জানেনা তো অন্যান্য ধর্মের আত্মারা কীভাবে জানবে। এখন তোমাদেরকে বাবা সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। এই জ্ঞান পুনরায় প্রায়ঃলোপ হয়ে যাবে। আমিই প্রায়ঃলোপ হয়ে যাই তো এই জ্ঞান পুনরায় কোথা থেকে প্রাপ্ত হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে যুক্তি বলে দিচ্ছেন তাই সর্বক্ষণ স্মরণে রাখো যে আমাকে শিব বাবা শোনাচ্ছেন। ইনিও জানেন যে আমিও শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। ইনিও ছাত্র জীবনে আছেন। তোমরাও মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছো। দেবতারা তো সত্যযুগে হবেন। কলিযুগে আছে মানুষ। তাদের মধ্যেও অনেক ধর্ম আছে। এসব অত্যন্ত বোঝার বিষয়। এখানে আসে তো অনেকেই তথাপি ভাগ্যে নেই তো বলতে থাকে আমাদের সংশয় আসছে, শিব বাবা এঁনার মধ্যে কিভাবে এসে পড়াচ্ছেন। আমি জানিনা। আরে শিব বাবা যদি না আসেন তাহলে শিব বাবাকে স্মরণ কীভাবে করবে, যার দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। ওঁনাকে স্মরণ করা ব্যতীত বিকর্ম বিনাশ হতে পারেনা। অনেক শাস্তি পেতে হবে। বাদ-বাকিদের তো এক পয়সার পদ প্রাপ্ত হবে। এই রাজধানী তৈরী হচ্ছে। রাজাদের সামনে দাস-দাসীরাও তো থাকে তাই না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি এখন শরীর ত্যাগ করলে সেখানে গিয়ে কি হবো ? তখন বাবা সবকিছু বলে দেবেন। নম্বরের ক্রমে তো হবে তাই না। এই পড়াশোনা হল অত্যন্ত শক্তিশালী, এখানে

অনেক উপার্জন আছে। সাধারণ মানুষ তো উপার্জন করার জন্য কতোই না হয়রান হতে থাকে। রাতদিন বুদ্ধি সেখানেই লেগে থাকে। সাট্টা লাগাতে থাকে। তোমাদের কাছেও অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীরা আসে। বলে, কি করব সময়ই পাইনা। আরে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হচ্ছে, কেবল শিব বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজের ইষ্টদেবকে তো স্মরণ করে থাকো না ? কোনও দেবতাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবেনা। এইজন্য বাবা বারবার বোঝাতে থাকেন, যাতে কেউ এইরকম বলতে না পারে যে আমাকে কেউ বোঝায়ইনি। বাচ্চারা তোমাদেরকে প্রত্যেককে বাবার সংবাদ দিতে হবে। এরোপ্লেন থেকে পর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার সেবাও খুব ভালো। এমন কেউ যেন বঞ্চিত থেকে না যায় যে আমি জানতেই পারলাম না যে বাবা এসেছিলেন, এইজন্য এইসব করতে হয়।

ব্রহ্মা হলেন শিবের প্রথম বাচ্চা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তিনিও তো বাবা, তাইনা। ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবা স্বর্গের স্থাপন করেন। বাবা বলেন, আমি এঁনার দ্বারা আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করছি। ভবিতব্য বিনাশের পর বিশ্বে সুখ, শান্তি, পবিত্রতা হবে। কল্প-কল্প এইরকম স্বর্গের স্থাপনা হয়ে থাকে। সর্বদাই বাবা-বাবা বলতে থাকো। বাবা বললেই চোখ থেকে প্রেমের অশ্রু এসে যাবে। বাবা তোমার সাথে কবে মিলিত হবো! কিন্তু যারা সম্মুখে বসে আছে তারা মানে না, আর যারা সম্মুখে দেখতে পাচ্ছে না তারা ছটফট করছে। আশ্চর্যের বিষয় ! লিখতে থাকে, বন্ধন থেকে মুক্ত করো। কেউ কেউ তো বাবার হয়ে পুনরায় মায়ার হয়ে যায়। পুনরায় অন্তিমে স্মরণে আসবে। মৃত্যুর সময় সবাই বলে রাম-রাম বলো। শেষে সবার আকর্ষণ হবে। বুঝতে পারবে যে বাবার স্মরণের দ্বারা আমরা আমাদের বিকর্ম তো বিনাশ করি। বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা নিজের কল্যাণ করো। বাবার শ্রীমতে চলো। সবাইকে সন্দেশ দিতে থাকো। এরোপ্লেন থেকে কারো কারো যদি এই পর্চা প্রাপ্ত হয় তাহলে সে জাগ্রত হবে (তাদেরকে হিস্ট্রি শোনাতে হবে)। সমগ্র বিশ্বে মুখ্যতঃ ভারতে সুখ-শান্তি তো স্থাপন হবেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ভাই-বোন বা ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি পাক্কা করতে হবে, অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এইরকম কোনও কর্ম যেন না হয় যার দ্বারা বাবার নাম বদনাম হয়ে যায়।

২) বাবার প্রতি কখনও সংশয় নিয়ে আসবে না। প্রেমের সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। রাতদিন পড়াশোনার প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে উপার্জন জমা করতে হবে।

বরদানঃ- সর্বদা বিজয়ের স্মৃতির দ্বারা হাসি-খুশীতে থেকে আর সকলকে খুশি প্রদান করে আকর্ষণ মূর্তি ভব

আমি হলাম কল্প-কল্পের বিজয়ী আত্মা, বিজয়ের তিলক ললাটে সর্বদা ঝলমল করতে থাকলে এই বিজয় তিলক অন্যদেরকেও খুশি প্রদান করবে। কেননা বিজয়ী আত্মার চেহারা সর্বদাই হাসিখুশি থাকে। হাসিখুশি চেহারাকে দেখে এই খুশির পিছনে সর্বদাই সকলে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। যখন অন্তিমে কারোর কাছে শোনার সময় থাকবে না, তখন তোমাদের আকর্ষণীয় মূর্তি হাসিখুশি চেহারাই অনেক আত্মাদের সেবা করবে।

স্লোগানঃ- অব্যক্ত স্থিতির লাইট চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়াই হল লাইট হাউস হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;